উভয়েই কোন একটি কাজের জন্য
নিরীক্ষায় অংশগ্রহণই হোক—মোটামুটি এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় পেয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে ছাত্ররা প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় থাকে এবং তাদের কাজের গতিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

দক্ষ শিখন (Mastery Learning – ML) ঃ– দক্ষ শিখন বলতে এমন একটি শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি বোঝায় যা জোর করে বলে দেয় যে উপযুক্ত নির্দেশনামূলক পরিবেশ ও শর্ত তৈরী করতে পারলে সমস্ত শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয় তার পুরোটাই বা প্রায় পুরোটাই পাকাপাকিভাবে আয়ত্ত করে নিতে পারে। এই শিখন এই ধারণা প্রথমেই সৃষ্টি করে দেয় যে যদি ঠিকমত ও পরিকল্পনামাফিক নির্দেশনা দেওয়া যায়, তবে ছাত্ররা যা শ্রেণীকক্ষে শেখানো হয় তার বেশিরভাগই আয়ত্ত করে নিতে পারে। তবে এর কতকগুলি শর্ত আছে, যেমন—যখনই এবং যেখানে তাদের শিখনে কোন অসুবিধা দেখা দেবে তখনই তাদের সাহায্য করতে হবে, দক্ষতা অর্জন অর্থাৎ পাঠটি আয়ত্ত করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে এবং পাঠটি আয়ত্ত করতে গেলে তাদের যে যে ক্ষমতা বা দক্ষতার প্রয়োজন, সেগুলির সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকতে হবে এবং সেগুলির বিকাশ সাধন করতে হবে।

B. S. Bloom-এর মতে, যা শেখানো হয় অধিকাংশ ছাত্রই তা আয়ত্ত করতে সক্ষম। শিক্ষক তাঁর নির্দেশনার পদ্ধতিটি এমনভাবে পরিবর্তন করে নিতে পারেন যাতে প্রায় সমস্ত ছাত্রই নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে পারে। J. H. Block-এর পরীক্ষণ থেকে জানা যায় যে বহু বিষয়েই ছাত্ররা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ছাত্রদেরও বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে চিরাচরিত বা প্রচলিত শিখন পদ্ধতি তেমন কার্যকর হয় না।

এই পদ্ধতিটি প্রথম ব্যবহার করেন F. S. Keller 1968 খ্রীস্টাব্দে। তখন থেকেই পদ্ধতিটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং উন্নত দেশগুলিতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ভারতবর্ষে Mr. Dasgupta (1977, 1980), Mr. Mathur (1977, 1980, 1981) এবং Mr. Kishore (1981, 1982) ছাড়াও আরও অনেকে এই নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁদের অভিমত হল—অন্তপূর্তি (consolidation), সাফল্য, স্মৃতি বা মনে করা এবং বাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া অর্জনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি যথেষ্ট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর একটি অংশ নিজস্ব গতিতে আয়ত্ত করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। কোন অসুবিধা বোধ করলে সে শিক্ষকের নিকট

Scanned by CamScanner

ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ গ্রহণ করে এবং অসুবিধাটি দূর করার চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্যই বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং প্রতি অংশের একটি আকর্ষণীয় ভূমিকা, আচরণগত উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য শিখন পদ্ধতি এবং একগুচ্ছ প্রশ্ন দেওয়া থাকে। একটি বিশেষ অংশের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে তবেই শিক্ষার্থীকে পরবর্তী অংশে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে যে সমস্ত প্রশ্ন থাকে, তার অন্তত ৮০% সঠিক উত্তর দিতে না পারলে ধরে নেওয়া হয় যে তার বিষয়বস্তুতে দক্ষতা অর্জিত হয়নি। তখন তাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করা হয়। ঐ অংশটি তাকে আবার অনুসরণ করতে হয় এবং পুনরায় পরীক্ষা দিতে হয়। এইভাবে তাকে বিষয়বস্তুটিতে সম্পূর্ণ দক্ষ করে দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতি যে সমস্ত ধারণার উপর জোর দেয়, সেগুলি হল—শিক্ষার্থীর আচরণমূলক উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা, নিজস্ব গতি, ব্যক্তিগত মনোযোগ ও বিষয়বস্তুভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দান। একটি চিত্ররূপের সাহায্যে এই পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর বোঝানো হল—

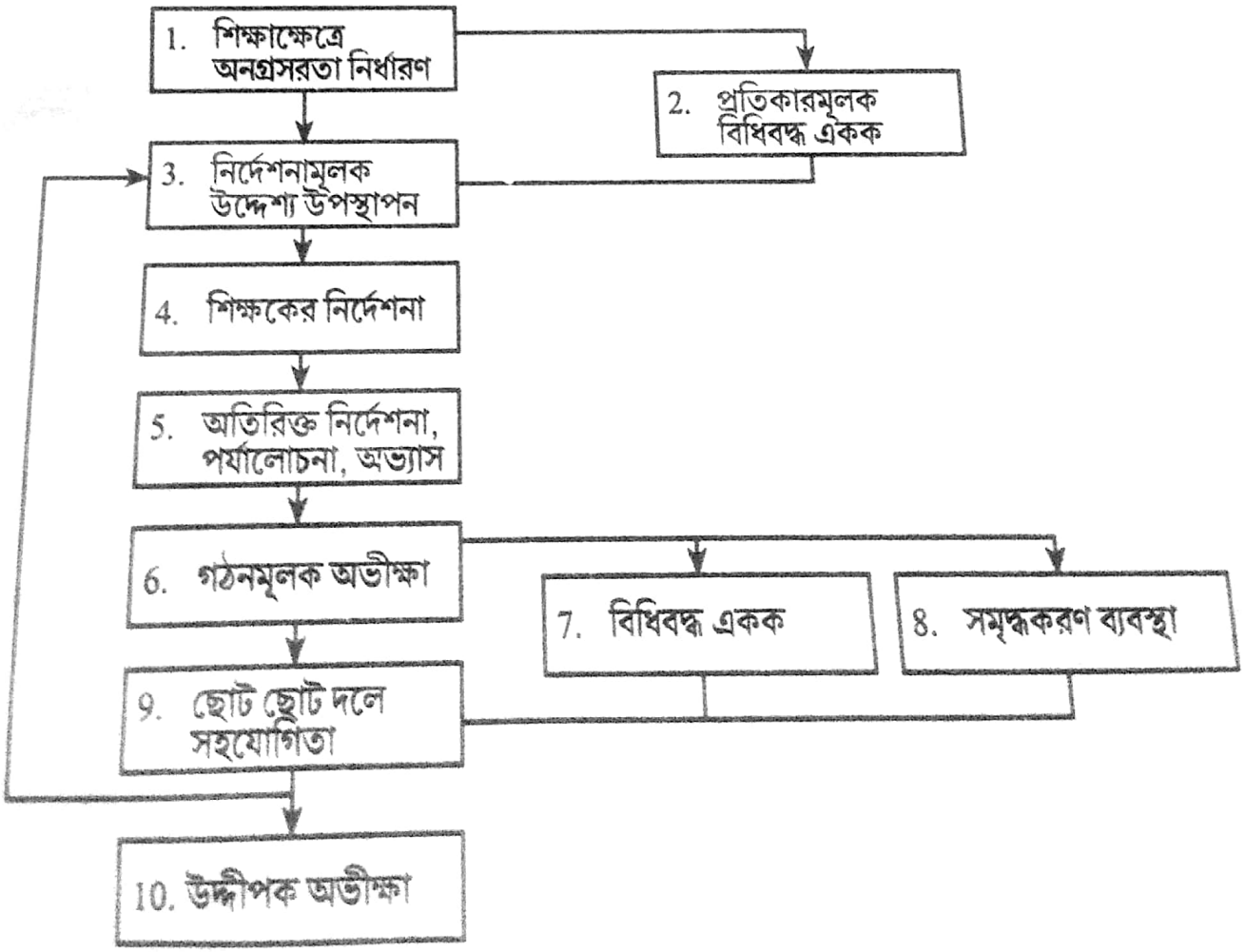

Scanned by CamScanner